বর্ষঃ ৫ম, সংখ্যাঃ ৫১

কোস্ট শিক্ষা প্রকল্পের মাসিক বুলেটিন

দর্পণ

COAST Foundation

রোহিঙ্গা শরনার্থী শিবির, উখিয়া। ফেব্রুয়ারী ২০২৩

মানবিক সহায়তা ও সাড়া প্রদানের অংশ হিসেবে, ইউনিসেফের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন রোহিঙ্গা শিশুদের প্রাক প্রাথমিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করছে। ক্যাম্প-১৪ তে কোস্ট ফাউন্ডেশনের ৮৪ টি লার্নিং সেন্টার ও ৫০ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র রয়েছে। যেখানে (৫৫৪০ + ১১২৪) সর্বমোট ৬৬৬৪ জন শিক্ষার্থী আনন্দঘন পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করছে।

আবর্জনামুক্ত ক্যাম্প গড়ি, সবাই মিলে ভাল থাকি

২৩-০১-২০২৩ তারিখে ক্যাম্প-১৪ (হাকিম পাড়া) কোস্ট শিক্ষা প্রকল্প কর্তৃক ক্যাম্প ক্লিনিং এন্ড ডে অবজারভেশন" পালন করা হয়। উক্ত ডে অবজারভেশনের মুল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "আবর্জনামুক্ত ক্যাম্প গড়ি, সবাই মিলে ভাল থাকি"। রোহিঙ্গা শিশু এবং ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠির মাঝে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য প্রকল্পের প্রতিটি কোয়ার্টারে একবার করে এ দিবসটি উদযাপন করা হয়।
উক্ত প্রতিপাদ্যকে ভিত্তি করে ডে-অবজারবেশনে অংশগ্রহণ করেন কোস্ট- শিক্ষা প্রকল্পের ৮৪ টি শিক্ষা কেন্দ্র এবং ৫০ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের সকল শিক্ষার্থী, হোস্ট শিক্ষক, রোহিঙ্গা শিক্ষক। এছাড়াও প্রোগ্রাম অর্গানাইজার, টেকনিক্যাল অফিসার, মেন্টর, পিআইইউ কর্মী, সকল সিইএসজি কমিটির সভাপতি, শিশুদের পিতামাতা

দিবস উদযাপনে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ, ছবি-মানিক, পিও।

এবং কমিউনিটির সচেতন লোকজন উপস্থিত ছিলেন। এবং সেই সাথে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত সিআইসি স্যার এবং সিআইসি অফিসের কর্মকর্তাগন। দিনের শুরুতে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে প্রতিটি লার্নিং সেন্টার এবং ইসিডি সেন্টারে সকল শিশুদের সাথে আলোচনা করা হয়। উক্ত আলোচনায় কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করা হয় যেমন-১. ক্যাম্প ক্লিনিং এর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা ২. কিভাবে ব্লক এবং ক্যাম্পের আশপাশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায় ৩. কমিউনিটিতে সচেতনতা বৃদ্ধিতে করনীয় এবং ৪. শিশুদের রোগমুক্ত ও সুস্থ্য রাখতে পিতামাতা এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের করনীয়।
আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে সকলের অংশগ্রহনে ক্যাম্প এবং শিক্ষা কেন্দ্রের আশেপাশের পরিবেশ পরিষ্কার -পরিচ্ছন্ন করা হয়। সকল উচ্ছিষ্ট ও আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ও ডাস্টবিনে রাখা হয়। পরবর্তীতে সেসব ময়লা- আবর্জনাগুলো ওয়াশ সেক্টর থেকে নির্দিষ্ট রিসাইকেল সেন্টারে সংরক্ষণ করে। পরিচ্ছন্নতা অভিযান শেষে অংশগ্রহণকারীদের সঠিক নিয়মে হাত ধোয়া হয়। সিইএসজি সভাপতিগণদের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের পর সকল অংশগ্রহণকারীদের মাঝে হালকা খাবার বিতরণ করা হয়।

রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি শিক্ষকদের যৌথ প্রচেষ্টায় ব্যতিক্রমি উদ্যোগ

রোপণকৃত চারা থেকে ফলন শুরু হয়েছে, ছবি-মোঃ নাসিম, পিও।

খাদ্যের উপাদানের মধ্যে ভিটামিন ও মিনারেলসের অন্যতম উৎস হল শাক-সবজি ও ফলমূল। মূলত ভিটামিন ও মিনারেলস শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে থাকে এবং আমাদের শরীরকে খাদ্যের শর্করা, আমিষ ও চর্বির ব্যবহারে সাহায্য করে। অর্থাৎ আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় শাক-সবজি ও ফলমূলের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। শাকসবজি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে। এই উদ্দেশ্যেকে ভিত্তি করে, শিক্ষা প্রকল্পের রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশি শিক্ষকদের একটি দল এলসির আশেপাশে সবজি চাষের উদ্যোগ নেয়। ১৪ নম্বর ক্যাম্পের ই৩ ব্লকের গ্রীন এবং ব্রাউন নামক দুটি এলসির শিক্ষকগণ কমিউনিটিতে এবং তাদের লারনারদের মধ্যে শেল্টারের আশেপাশে সব্জি চাষ করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে গত, ১০ ই নভেম্বর ২০২২ তারিখে আলোচনা করেন এবং তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সব্জি চাষ করবেন। সেখান থেকে তারা এলসির পাশে একটি সবজি বাগান চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।
নভেম্বর ২০২২ মাসের মধ্যে শিক্ষকদের দলটি তাদের সব্জির চারা জমিতে রোপন সম্পন্ন করেন। এর মধ্যে ছিল জমি খনন, মাটিতে প্রয়োজন অনুযায়ী সার ও পানি দেয়া এবং চারা রোপন, রোপনকৃত চারাগুলোর মধ্যে ছিল মরিচ, টমেটো, বেগুন, ঢেড়স আরও অন্যান্য। চারাগুলো বেড়ে উঠা এবং ফলন দেয়া পর্যন্ত তারা কমিউনিটির জনগন এবং এসজিসি থেকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা বাগানে পানি দিয়ে চারাগুলোর বৃদ্ধিতে এসজিদের সহযোগিতা ছিল অনেক বেশি। প্রকল্পের অন্যান্য সহকর্মী যেমন পিও এবং টিওগণ অনুপ্রাণিত হয়ে ক্যাম্পের অন্যান্য এলসির পাশে এ ধরনের সব্জী বাগান করার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য তারা বাগানটি পরিদর্শন করেন।
সবজির বাগানে মরিচ, টমেটো, বেগুন, সিম এর ফলন হলে সহকর্মীরা এবং শিশুরা খুব খুশি হয়। সম্প্রতি শিক্ষা দলের কয়েকজন পিআইইউ সদস্য বাগান পরিদর্শন করেন এবং তারা এমন উদ্যোগ নেওয়ায় শিক্ষকদের অনেক প্রশংসা করেন।
সিএসজি কমিটির সভাপতি জনাব নবী হোসেন সব্জি বাগানটি পরিদর্শন করেন, তিনি বলেন-ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্টির পরিবারগুলো যদি তাদের বাড়ির পাশে সব্জি চাষ করতে অনুপ্রাণিত হয় তাহলে সবজির অভাব প্রশমিত হবে এবং

খরচও কমবে। কমিউনিটির পক্ষ থেকে তিনি কোস্ট এডুকেশন টিমকে ধন্যবাদ জানান এবং পরিবার পর্যায়ে সব্জি চাষ করার জন্য কমিউনিটির মানুষদের উদ্বুদ্ধ করবেন।

হেন্ডিক্যাপ কতৃক প্রতিবন্ধী শিশুদের চিহ্নিতকরণ এবং সহায়ক মূল্যায়ন

সহায়তাকারীগণ প্রতিবন্ধি শিশুকে পর্যবেক্ষন করছেন, ছবি-সুরাইয়া, জিডিআইও

মানবিক সহায়তার অংশ হিসেবে, কোস্ট ফাউন্ডেশন ইউনিসেফের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা শিশুরা ক্যাম্প-১৪ তে ৮৪ টি লার্নিং সেন্টার ও ৫০ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৬৬৬৪ জন শিক্ষার্থী বিনোদনমূলক পরিবেশে মৌলিক ও অনানুষ্ঠানিক মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করছে। এলসি এবং ইসিডি সেন্টারের মাধ্যমে যেখানে (৫৫৪০ + ১১২৪) সর্বমোট ৬৬৬৪ জন আনন্দঘন পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক শিশু বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতিবন্ধী বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যারা সামাজিক/পরিবেশগত বাধার কারণে সঠিকভাবে যেকোন কাজ করতে পারে না। ব্যক্তি যে সমাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারে না তাকে প্রতিবন্ধী বলে গণ্য করা হয়। "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে মিথস্ক্রিয় মনোভাব এবং পরিবেশগত বাধা যা অন্যদের সাথে সমান ভিত্তিতে সমাজে তাদের পূর্ণ এবং কার্যকর অংশগ্রহণকে বাধা দেয় তার ফলাফল"। প্রতিবন্ধকতার গন্ডি পেরিয়ে শিক্ষা কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী শিশুদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ইউনিসেফের সহযোগিতায় হেন্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

কারিগরি সহযোগিতার অংশ হিসেবে গত ২৩ থেকে ২৬ জানুয়ারী পর্যন্ত Handicap international (HI) কোস্ট ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন লার্নিং সেন্টার ও ইসিডি সেন্টারের সকল শিশুদেরকে Child Functional Module এর ম্যাধমে প্রতিবন্ধী শিশু চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া ও তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করে। ৬৬৮০ জন শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে ৫৬ জন শিক্ষার্থীর বিভিন্ন প্রতিবন্ধিতা চিহ্নিত করে। এর মধ্যে ২৭ জন শিক্ষার্থীকে Occupational therapy, ১১ জনকে Speech & language therapy, ১৮ জনকে শিক্ষার্থীকে physiotherapy দিয়েছেন। এইচ.আই থেকে সহযোগীতাকারীদের মধ্যে ২ জন CFM-Data collection specialist, ১ জন Occupational therapist, ১ জন Speech & language therapist এবং ১জন physiotherapist ছিলেন। স্ক্রিনিং করা শিশুদেরকে ইউনিসেফ থেকে Assistive device প্রদান করা হবে যাতে করে তারা শিক্ষাকেন্দ্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এই কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য প্রবেশযোগ্য শিক্ষা উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা কেন্দ্রে অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষার মান বৃদ্ধি নিশ্চিত করণ। যেহেতু অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষা আমাদের শিক্ষা সম্প্রদায় এবং সিস্টেমের সমস্ত দিকগুলিতে প্রত্যেকের পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং অংশীদারিত্বের মূল্যায়ন এবং সুবিধা প্রদান করে। কোস্ট ফাউন্ডেশনের শিক্ষা কেন্দ্রগুলো প্রতিবন্ধী শিশুদের আরও উপযোগী হয়ে উঠবে এ লক্ষ্য নিয়ে মাঠে কর্মীরা কাজ করে যাচ্ছেন। সহযোগীতাকারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে, Child Functional Module ব্যবহার এতটাই প্রাসঙ্গিক যে এই পদ্ধতিটি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উন্নতির পাশাপাশি শিক্ষাকেন্দ্রে প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রবেশযোগ্য করবে।

কক্সবাজার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে Early learning and Myanmar Curriculum প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

কোস্ট ফাউন্ডেশন শিক্ষা প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৫ দিনব্যাপি টাইটেল "Early learning and Myanmar Curriculumn" প্রশিক্ষনটি কক্সবাজার ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। মোট তিনটি ব্যাচের মাধ্যমে ৬০ জন হোস্ট টিচার অংশগ্রহন করে। প্রশিক্ষণটিতে প্রাক শিক্ষা ও মায়ানমার কারিকুলাম বিষয়ে শিক্ষকদের ধারনা আরও স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে সমসাময়িক কনটেন্ট সিডিউলে সংযুক্ত করা হয়। ইতিপূর্বে ২টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের কর্মীগণ স্বতস্ফূর্তভাবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে এবং তাদের শিখণ প্রক্রিয়া ছিল খুবই ভাল। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ২৪ জন পুরুষ এবং ২৬ জন নারী সহকর্মী ছিল। সম্প্রতি রোহিঙ্গা শিশুদের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ইউনিসেফ কতৃক নতুন কারিকুলাম চালু করা হয় যা মায়ানমার কারিকুলাম হিসেবে পরিচিত। যেহেতু কারিকুলামটি নতুন তাই বাংলাদেশি সকল শিক্ষকদের কারিকুলাম ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজন দেখা দেয় যার ফলে প্রকল্পটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

প্রি-টেস্ট এবং গ্রুপ ওয়ার্কে ব্যস্ত প্রশিক্ষনার্থীরা, ছবি- জাবেদুল

উল্লেখযোগ্য আলোচনার মধ্যে ছিল (ক) আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কি এবং তা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক হিসেবে কি ধরনের ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। (খ) প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে কিভাবে শিশু তার শিক্ষা জীবনে প্রবেশ করে এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব (গ) পেরেন্টস ও কেয়ারগিভার এবং সিইএসজি মিটিংয়ের প্রতিবেদন তৈরীর কৌশল (ঘ) মায়ানমার কারিকুলাম পাইলটিং (ঙ) মায়ানমার কারিকুলাম-স্কেল আপ (চ) লার্নিং সেন্টারে শিশুর সাথে করনীয় ও বর্জনীয় (ছ) রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে কার্যকরি যোগাযোগের কৌশল (জ) শিশুবান্ধব শ্রেণিকক্ষ, শিশু অধিকার এবং অন্তর্ভুক্তিমুলক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ছাড়াও প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে মূল্যায়ন পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের শিখন মাত্রা যাচাই করা হয়েছে এবং এ থেকে পরিলক্ষিত হয়েছে যে ৯০% প্রশিক্ষণার্থী কনটেন্ট সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছে।

ফেব্রুয়ারী ২০২৩ মাসের কাজ সমূহ

Basic Training for HT & RT, CCDRR trg.
Annual Learning sharing meeting, Day observation etc.

এই প্রকাশনাটি তৈরীতে প্রকল্পের সকল পর্যায়ের সহকর্মীগণ তথ্য এবং ছবি দিয়ে সহযোগীতা করেছেন। প্রদর্শিত ছবিগুলো ব্যক্তির অনুমতিক্রমে প্রদান করা হয়েছে।